দ্বিরাগমনে

দ্বৈরথ

দ্বিরাগমনে দ্বৈরথ

শিরিন সাদী

দ্বিরাগমনে দ্বৈরথ
শিরিন সাদী

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ২০২৪।

© লেখক

অর্থব
১৬, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
arthabapublications@gmail.com

প্রচ্ছদ
সাহাদাত হোসেন

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫, প্যারিদাস রোড, ঢাকা- ১১০০।

DIRAGOMONE DOIROTH
BY **SHIRIN SADI.**
AURTHABA

ISBN: 978-984-99011-1-2

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ে, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো (গ্রাফিক্স/ফটোকপি/টেপ/ডিস্ক) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। দৃশ্য/রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

উৎসর্গ

প্রিয়তমেষু

কবিতাক্রম

গরলপেয়ালা	৯		
বেলাশেষের গান	১০	৩৮	শুধু তোমার জন্যে
পুনর্জন্ম	১১	৩৯	খাঁচা
নাবালিকার প্রেম	১২	৪০	ফেরারী প্রণয়
অর্ধাঙ্গিনী	১৪	৪১	ডুবসাতারু
প্রাক্তন দ্য গ্রেট	১৫	৪২	কালীনদীর পাড়ে
দোহাই তোদের চুপ কর	১৬	৪৩	দ্বান্দ্বিক প্রণয়
প্রেমিকা-বৃত্তান্ত	১৭	৪৪	বসুধা
বাসন্তিক ভালবাসা	১৮	৪৫	অনাহুত বরিষণ
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল	২০	৪৬	মেঘজল কান্না
		৪৭	লস প্রজেক্ট
হলুদ পাতার প্রেমকাব্য	২১	৪৮	একটুকরো আমি আর ভালবাসার গল্প
প্রিয় সব্যসাচী	২২	৪৯	ট্রায়াঙ্গেল
নির্মলেন্দু গুণের কাছে খোলা চিঠি	২৪	৫০	জায়গা আছে
ভালবাসার অনুগল্প	২৬	৫৩	এসো বলে দেই ভালবাসি
ইচ্ছে ঘুড়ি	২৭	৫৪	পৌঢ়প্রেম
যদি এমন হতো	২৮	৫৫	ভালোবাসার নীলাকাশ
মোহমায়া	৩০	৫৭	ভস্ম হৃদগিরি
প্রেমিকা হতে চাই	৩১	৫৮	আত্মবিলাপ
শপথনামা	৩২	৫৯	প্রবঞ্চক
মন্দবাসি তোমায়	৩৩	৬০	ইচ্ছেডানা
দ্বিরাগমনে দ্বৈরথ	৩৪	৬১	বচন-অমৃত
হাওয়াই মিঠাই	৩৫	৬২	কায়াবতী
বৈপরীত্য	৩৭	৬৩	স্পর্শ

গরলপেয়ালা

সন্ধ্যা প্রদীপের অপেক্ষায় সুগন্ধি কামিনী
পূর্ণ জোছনার আলোয় ধন্য করে যামিনী।
কাঁটাতারে আহত গোলাপ রক্তজবা বিবর্ণা
চেরিফুলের দরাদরি শিউলিতে মন তুষ্ট না।
বেলা শুরুর বেলীফুলের কী আর বলো খুশবু
প্রিয়ার খোঁপার দোপাটিতে খুন হলো শত মাজনু।
কতকাল গত হলো অপেক্ষায় আছে চাতকী
ভুল প্রেমে হাবুডুবু কপোত আর কপোতী।
চিরকালের চিরচেনা চির আপন দুজনা
আধেক আমি আধেক তুমি একপ্রাণ হলো না।
নিয়তির বৈরী বাতাস আধমরা প্রেমিকা
প্রেমিকপুরুষ নিলামে নিষিদ্ধ প্রেম আঙিনা।
প্রিয়ার ঠোঁট বাস্তববাদী ধোঁয়া ওঠা শলাকা
অমৃতে ধরে অরুচি লালপানি ভরসা।
বারবনিতাই শ্রেয় যখন কুললক্ষী যাচি না
মেকি হোক তবু খাঁটি ক্ষণিকের রসনা।
বুনোফুল বন্দি হলো পারফিউমের বোতলে
কংক্রিটে চাপা পড়ে মেঠোপথ কাঁদে যে ।
চাঁদ সুরুজ বন্ধু বটে বেহিসাবেও মিলে না
একের ধারে অন্যে চলে গড়মিল করে না।
রাজার দুলাল শেহজাদ বেদের মেয়ে জোছনা
গরীবের আনারকলি সেলিম হায় অধরা।
এক নাউয়ের দুজন মাঝি তীরে কভু ভীড়ে না
তোমায় আমায় মিলে কভু একাত্মা হবো না।
গরলপেয়ালায় আকণ্ঠ বিষ নষ্ট সারা চেতনা
প্রেম বলে কিছু নেই পাপে ভরা দুনিয়া।
আজন্ম বেসাতি চলে লুটেরা হয় প্রেমিকরা
তুমি আমি খদ্দের বটে লাল নীল ভালবাসা।

বেলাশেষের গান

কত্তো রঙের কত্তো ঢঙের পানসি তীরে ভীড় করে,
কিশোরী মেয়ের যৌবন যেন ভরা গাঙের মতো
যাপিত জীবনের গল্পখেয়ার মাঝি আসে না কেউ-ই
কুবেররা ফিরে যায় হররোজ ।
জোনাব আলীরা চোখ দিয়ে গিলে খায় কামনার শরবত
ডাগর চোখে এক সমুদ্রের তৃষিত পিয়াস ভরা দহনে
আকণ্ঠ রোজ পুড়ে খাক কপিলাদের সুন্দর সময়।
উর্বরা পৃথিবীর সূর্য অস্তমিত প্রায়,
কেউ কেউ মুসাফির জীবন নিয়ে আয়ু ক্ষয় করে বাঁচতে থাকে নিরুপায়!
আজ যেই তুমিটা দিনের প্রেম আর নিশিকালের শান্তির ঘুম হলে না
ঝুলে পরা কুঁচকানো বিকৃত চামড়ার নিরানন্দে;
ভাঙ্গা ডিঙির যাত্রী তুমিই হতে চাইবে না!
বালিকা বধূরা কাগজের নৌকায় কামনার দরে বিক্রি হতে শুরু করে
তখন অবহেলারা কারফিউ করে জারি
জোট বেঁধে নিশ্চিত করে প্রেমিকের পতন!

পুনর্জন্ম

ও হে নিরানন্দ,
ব্যস্ততার অজুহাতে অভিনয়ে পেলে শ্রেষ্ঠত্ব।
অজস্র অবসর বসন্তের শেষ গোধূলি
শতযুগের অরুচিতে হয় ন্যুব্জ।
নানাবিধ রাহু গ্রাসে মন্দা মহাবিশ্ব
তর্জনী মাথা তুলে দোষারোপে বিধ্বস্ত।
আহা রে জীবন!
তোকে ঠকিয়ে দিলাম রে বড্ড।
ক্ষমা করিস না।
অনুতাপ?
না করবো না, পুড়ে তোর ঋণ শোধ করবো দেখিস।
খাঁটি সোনা হয়ে ফিরবো তখন।
দেখিস কেমন চমৎকার করি
বিরতিহীন ঘুরবো ঘড়ির কাঁটায়।
এই জীবনের আলসেমি শুধরে নেবো
মেপে মেপে সময় দিব তোকে।
সম্পর্কের বাটখারায়
দ্বিতীয় সুযোগ নেবো লুফে।
দরদ রাখিস এবার থেকে
শুধুই তোর বন্ধু হবো।

নাবালিকার প্রেম

এই যে বালিকা!
এ তল্লাটে কী?
উঁকি-ঝুকি দিচ্ছ যে বড্ড?
না মানে ইয়ে,
আচ্ছা,
প্রেম খুঁজছো বুঝি?
আহা, লাজে রাঙা হলে দেখি!
বয়স কত?
ও.....ই
হুম, বুঝলাম।
বালিকার পূর্বে "না" বিশেষণ যুক্ত।
প্রেমের মানে জানো?
একি! একি!
সংজ্ঞা হারাচ্ছো কেন?
উফ্ আমার যে এ কী হল?
বুঝতে পেরেছি,
দু'পাতা পড়েছো মাত্র।
কী হল?
কাতরাচ্ছো কেন?
ইস্ এতটা রক্তক্ষরণ!
কাঁটার আঘাত সইতে পারেনি,
কোমল দুটি চরণ।।

যাও বাছা, যাও,
আর ক'টা কাল,
অপ্রকাশে রাখ নিজেরে।
বয়স যে বড় কচি,
সময় রাখছে দাবি,
অমূল্য সে যে অতি।
সুযোগ দিলেই হবে কালপ্রিট
নতুবা সুহৃদে সখী।

বালিকা দুঃখ করো না,
প্রেম অত সস্তা-সরল না,
প্রেমে না পড়ে করো প্রেম তুমি,
ঘরে ফেরার পালা,
এবেলা।

অর্ধাঙ্গিনী

আমি বেহায়া! কারণ;
ঠুঁটো জগন্নাথের মতো তোমাকে পাওয়ার লোভ সামলাতে পারি না এখনো।
আমি আনাড়ি!
কারণ;
হাজারো মানুষের ঢলে তোমাকেই চৌকস ভূমিকায় রেখেছি পরিপাটি।
আমি গণ্ডমূর্খ!
কারণ;
আমি চেয়েছি আমি থাকি আজ্ঞাবহ তুমি হও কর্ণধার।
আমি অকৃতজ্ঞ! কারণ;
আমি আমার নিঃশ্বাসকেই অস্বীকার করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত।
আমি অসহ্য!
কারণ;
নিতান্তই অপরিত্যাজ্য ইনহেলারের কৃত্রিম বোতলে ভরা অভ্যস্ত তোমার জীবনে।
আমি গিরগিটি!
কারণ;
কোনোভাবেই আমার কালোটা দেখাতে চাই না তোমাকে,
বাকি সব রং শুধু তোমার জন্যে সচেতনভাবে রাখি চকচকে।
আমি খল!
কারণ;
পুরো পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজাধিরাজ মহান মানুষ তোমাকে করার ছল।
আমি মায়াবিনী!
কারণ;
বাস্তবতার কড়াল গ্রাসে বিমর্ষ না হও ঘোরে রাখি মোহাচ্ছন্ন ।
আমি বিভৎস!
কারণ;
তোমার চাঁদ বদনে অমানিশা দূর করতে আমার অগ্নিস্নান।
আমি রাক্ষুসী!
কারণ;
তোমার ভেতরকার দানবটাকে পরাস্ত করতেই আমার ভৈরবী সাজ।
আমি ডোবা!
কারণ;
সমুদ্র অধিপতি করার ঐ সামান্য জলই ছিল তোমার কমতি
তাই আমার বিসর্জন!